যুগান্তর

তারিখ 04 OCT 2013
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে এডিবি ৫০ কোটি ডলার ঋণ দেবে

যুগান্তর রিপোর্ট

বাংলাদেশকে ৫০ কোটি ডলার ঋণ দেবে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো এবং দক্ষ ও প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন কর্মী তৈরির ক্ষেত্রে সহায়তার লক্ষ্যে এ অর্থ দেবে এডিবি। বৃহস্পতিবার ম্যানিলায় অবস্থিত সদর দফতর থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে এডিবি। এ বিষয়ে এডিবির দক্ষিণ এশীয় হিউম্যান অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট-এর পরিচালক সুপুল রা বলেন, 'আগামী এক দশকে বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ কর্মক্ষম হয়ে উঠবে। দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নে বাংলাদেশের এ বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের মাধ্যমিকস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিক ও তথ্যচালিত অর্থনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী নয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, দেশের ১০ লাখের মতো তরুণ বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। অথচ তাদের মধ্যে শতকরা ৯০ শতাংশই কম দক্ষতার কারণে কম মজুরি পাচ্ছে। কম দক্ষতার কারণে উৎপাদনও কম হচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবেও দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কর্মক্ষমতার দিক থেকে বর্তমানে বাংলাদেশের নারী-পুরুষ সমানভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও পুরাতন সিলেবাস ও শিক্ষা উপকরণ, নিম্নমানের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও দুর্বল ব্যবস্থাপনার শিকার। এছাড়া মাধ্যমিক স্তরে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর হারও কম নয়। মাত্র ৪৬ শতাংশ শিক্ষার্থী পাঁচ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম শেষ করে বলে ওই বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ১০ বছর মেয়াদি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে আগামী দশকে চার দফায় এডিবি বাংলাদেশ সরকারকে ১ হাজার ৭০০ কোটিরও বেশি টাকা ঋণ দেবে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০২৩ সালের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৫ লাখ বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় ১ লাখ ৪৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ ও ১০ হাজার নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও করা হয়েছে। প্রথম দফায় ২০১৪-২০১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশকে ৯ কোটি টাকা দেবে এডিবি। বাকি টাকা ২০২৩ সালের মধ্যে তিন দফায় দেয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।